

কমরেড সেলিম সাহেবের গল্প

ভজন সরকার

সকাল থেকেই মেজাজটা খাট্টা সেলিম সাহেবের । ক্যাবল টিভির অনুষ্ঠানগুলো তাতে আরো একটু ঘি ঢেলে দিলো । সপ্তম থেকে তা চড়ে গেলো আরও উপরে । রাগে হাত রগড়াতে রগড়াতে দ্রুত গতিতে আঙ্গুলের চাপে এ চ্যানেল থেকে ও চ্যানেলে । না, সব খানে সেই একই অনুষ্ঠান ।

- দেশটার হোলোটা কী? সব দেখি শালা মালাউনের দখলে চলে যাচ্ছে দিন দিন ।

রাগে বিড় বিড় করতে লাগলেন সেলিম সাহেব । ঢাকার সব ক্যাবল টিভিগুলোই বিভিন্ন মন্দির থেকে মহা-অষ্টমীর কুমারী-পূজো সরাসরি দেখাচ্ছে ।

শেষমেশ টিভি দেখা বন্ধ করে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন । শরতের আকাশে পেজা তুলোর মতো সাদা মেঘেদের ফাঁক গলে নীল আকাশটা কেমন চকমক করছে । কেমন এক পশলা হালকা শীতের হক্কা সেলিম সাহেবের চোখ মুখে এসে লাগছে । ঘরের ভেতরে তেতিয়ে থাকা ফ্লোভটা একটু কমে আসছে মনে করে ক্ষণিকের জন্যে হলেও শান্তি পেলেন সেলিম সাহেব ।

পুরানো ঢাকার এই বকশি বাজার এলাকাটা সেলিম সাহেবের বড় চেনা । সেই কবে সত্তরের দশকে গ্রাম থেকে কলেজে এসে এই এলাকাতেই স্থিত হয়েছিলেন । তারপর ইউনিভার্সিটি, ছাত্র রাজনীতি, আইন পেশা । সবশেষে বাম রাজনীতির শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্ব । সব কিছু এই লালবাগ, বকশি বাজার এলাকা ঘিরেই । আর সে জন্যেই হয়তো ঋতু বদলের সব ঝাঁকগুলোই খুব চেনা তার । আরও চেনা এই এলাকার মাটি আর গাছগুলোও । কেমন আশ্চর্যভাবে বদলে যায় অলিগলি মাস কিংবা দিন বদলের সাথে সাথে । শীতের আগের এই সময়টা কেমন এক চিরচেনা গন্ধ মাটি থেকে বের হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে যায় । সেই সাথে গলির ও মাথায় ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে বছরের বিভিন্ন সময়ে পূজো-পার্বণের সাথে সাথে হরেক রকমের মানুষের আনা গোনা এই গলিটাকে বিচিত্র রকমে আমোদিত করে রাখে । এ সব এক সময় সেলিম সাহেবের কাছে খুব গর্বের আর সম্মানের ছিলো । নিজের কাছে তো বটেই , পরিচিত মানুষ জনের কাছেও মাথা উঁচু করে বলে বেড়াতেন সেলিম সাহেব ।

এতো সব ভাবতে ভাবতে লোহার শিকের জাল ঘেরা বারান্দায় হালকা চালে পায়চারি করতে থাকলেন সেলিম সাহেব । এক সময় বারান্দায় রাখা চেয়ারটাতে যখন একটু আরাম করে বসবেন ভাবছেন, ঠিক তখনি আবার মেজাজটা পুরানো ফ্লোভে ফুঁসে উঠলো । ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে ঢাকের বাদ্য আর পুরোহিতের মন্ত্র এক তীব্র কর্কশ শব্দে সেলিম সাহেবের কানে ঢুকে তা মুহূর্তেই শরীরের ইন্দ্রিয়গুলোকে এতো জোরে ধাক্কা দিলো যে , সেলিম সাহেব আবারও দ্রুত পায়ে ড্রয়িং রুমে ঢুকে নিজের অজান্তেই চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন- সালেহা, সালেহা ।

সালেহা অর্থ্যাৎ সেলিম সাহেবের স্ত্রী ভাবলেশহীন ভাবে বেড রুম থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন ।

- ওই মালাউনটা কোথায় ? দাও, পাঠিয়ে দাও হাতে শাঁখা আর কপালে সিঁদুর পরিয়ে । মন্দিরে পূজো দিয়ে আসুক । পারলে তুমিও যাও সাথে ।

- একটু ভদ্রভাবে কথা বলো । বাড়িতে তোমার মেয়ে ছাড়াও তো আরও অনেকে আছে । আছে না কি ? সালেহা খুব শান্ত গলায় উত্তর দিলো ।
- হ্যা , ভদ্র ছিলাম বলেই তো তোমার মেয়ে আজ মালাউনের সাথে ঘর বাঁধতে চলেছে । আর বলেহারি যাই তোমার ওই সংগীত চর্চা দেখে । রবীন্দ্র সংগীত শিখাবে । কপালে লাল টিপ পড়ে , ওই মালাউনের গান । ধ্যাৎ , যেমন মা তেমন মেয়ে । আরে আমার সংস্কৃতি , প্রগতি --

-সব দোষ এখন আমার । আর তুমি নিজে, কমিউনিষ্ট! ধর্ম কর্ম মানে না । বেশ এখন এতো আপত্তি কিসের? মেনে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায় ।

সালেহা এবার গলা আরো একটু চড়ালো । সালেহার গলার তেজে সেলিম সাহেব একটু দমে যান । ঘরের ভেতর টানিয়ে রাখা মার্কেটের ছবির দিকে চোখ ঘুরিয়ে আবার অন্য দেয়ালে চোখ রাখেন সেলিম সাহেব । চীন বিপ্লবের সেই ছবিটা, পাশে চেঙাইভারা, আরও সরে দরজার উপর সদ্য শেষ হওয়া সম্মেলনের ছবি অন্যান্য কমিউনিষ্ট নেতাদের সাথে । এ সব যেনো এক নিমিষেই সেলিম সাহেবের কাছে অসহ্য মনে হয় । দেয়াল থেকে টেনে নামিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে সেলিম সাহেবের ।

সালেহা বলে উঠেন , নিউ ইয়র্ক থেকে লুনা ফোন করেছিলো কাল রাতে ।

- কি বললো তোমার বোন, সেখানেও এসব ছড়িয়ে গেছে নাকি ? আরে বাবা, মেয়েটা তো এখনো হিন্দু হয়ে যায় নি ।

- না , বললো নিউ ইয়র্কের আরেক ঘটনার কথা । সে সব নিয়ে নাকি টি টি পড়ে গেছে সারা আমেরিকায় । মোল্লারা ক্ষ্যেপে গেছে, মিছিল মিটিং হচ্ছে --

- আরে বাবা, ঘটনাটা কি ? সেটা তো আগে বলবে-- কলেজে মাষ্টারি করে এই এক বদ অভ্যাসে -- বক বক-- বক বক--

- কোন এক হিন্দু মেয়ে নাকি মুসলমান বিয়ে করেছিলো । কিন্তু ঘটনাটা তাদের নিয়ে না । তাদের মৃত ছেলেকে নিয়ে । তাকে নাকি দাফন না করে পুড়িয়েছে । তাই ক্ষ্যেপেছে মোল্লারা--

মোল্লাদের কথা শুনে তাক করে মাথায় আবার সেই পুরানো মেজাজটা খেলে গেলো সেলিম সাহেবের ।

- এতে মোল্লা ব্যাটারদের কি ? তাদের ছেলে মরে গেছে , আর সেই মরা ছেলেকে পুড়াবে না জলে ভাসাবে তা বাবা -মার সীদ্ধান্ত?

- লুনাকেও তো দেখলাম মোল্লাদের পক্ষেই । ওই মহিলা নাকি জামাতের বিরুদ্ধে কি সব লিখে-টিখে--

- আসল কথা তো ওখানেই । আর তোমার বোনটারও তো বিয়ে হয়েছে সেই জামাত শিবিরের সাথেই--

সেলিম সাহেবের কথা শুনে ফিক করে হেসে ফেলে সালেহা । সেলিম সাহেব শত রাগলেও সালেহাকে সমীহ করে চলে । সালেহার বুদ্ধিমত্তার কাছে প্রায়ই হার মানেন সেলিম সাহেব ।

সালেহার হাসির পেছনের কারণের জন্যে অপেক্ষায় থাকেন সেলিম সাহেব ।

- হাসলাম কারণ, লুনার বড় বোনটাওতো সেই জামাতকেই বিয়ে করেছে ।

- আমাকে আর যারই সাথে তুলনা করো, ওই পশুদের সাথে নয়, প্লিজ ।

- না করলাম ,কারণ এতো ক্ষণ মেয়ের ভালবাসার কারণে যে বিচ্ছিরি ভাষায় কথা বলছিলে সেটা তো জামাত-রাজাকারের পক্ষেই সম্ভব ।

সেলিম সাহেব একটা ধাক্কাখান তীব্র বেগে । ধর্মের সেই সামন্ত-ধারণা এখনো থিতু হয়ে শেকড় গেড়ে আছে নিজের ভেতর । তার এতো দিনের প্রগতিশীল রাজনীতি, ধর্মের উপরে উঠে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখার সেই মহান অহংকার , সভা-সেমিনার - সংবাদপত্রের পাতা ভরিয়ে ফেলা বক্তব্য বিবৃতি আর ভারি ভারি কথামালা এ সব কি তা হলে মেকি, এ সব কি মিথ্যে ? কিন্তু নিজের মেয়ে যদি সেই হিন্দু ছেলেটাকে বিয়ে করে ? আর সে সব ছড়িয়ে যায় পার্টিতে- কর্মীদের মাঝে,

আত্মীয় স্বজনের কাছে, সমাজের কাছে । তবে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে । নিজের মেয়ের কারণে এতো দিনের মান-সম্মান , প্রভাব প্রতিপত্তি সব তো তলিয়ে যাবে একেবারে । সে সব ভেবে ভেবে এক গভীর সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকেন সেলিম সাহেব । শেষে অসহায় ভাবে বলে উঠেন -

- জানো সালেহা, আমার সব কিছু কেমন উলোট পালোট হয়ে যাচ্ছে--

- না কিছুই উলোট পালোট হয়ে যাচ্ছে না। তোমার নিজের ভেতর আরও বুঝা-পড়া করতে হবে সেলিম । ভেবে দেখোতো এতো দিন তুমি যা মনে করেছে নিজের অর্জন, নিজের বিশ্বাস, তার কতটুকু খাঁটি আর কতটুকু লোক দেখানো? ধর্মের উপরে মনুষ্যত্বকে স্থান দেবার যে নীতিবাক্য আওড়েছো , তা শুধুই মুখের বুলি, ভেতরের কথা নয় ?

- না সালেহা, সেটা সত্য নয় । কিন্তু আমি তো সন্তানের বাবা । সন্তানকে সুখী দেখতে আমি চাইতে পারি না?

- এটার সাথে মেয়ের অসুখী হবার সম্পর্ক কোথায় ? মেয়েতো ভালবেসেই বিয়ে করতে চাইছে । এমন ভালো ছেলে --

- কিন্তু সে তো হিন্দু-

- হ্যা , সে তো মানুষ । তুমি না বলতে আমার মেয়ে আর যাকে বিয়ে করুক আপত্তি নেই ; শুধু স্বাধীনতার বিপক্ষের জামাত শিবির আর রাজাকারের কাউকে কিন্তু আমি আত্মীয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারবো না। সে সব কি কথার কথা ছিলো সেলিম ।

সালেহার কথায় কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান সেলিম সাহেব । কিছুতেই সব কিছুকে সমীকরণে মেলাতে পারেন না । কোথায় যেনো একটা আত্ম প্রবঞ্চনার গন্ধ খুঁজে পান । সারা জীবনের বিশ্বাস, নীতি আর মূল্যবোধের সাথে আজকের সেলিম মাহমুদের একটা স্পষ্ট দৃশ্যমান দূরত্ব খুব সহজেই দেখতে পান সেলিম সাহেব । আর তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে তার ভালবেসে বিয়ে করা স্ত্রী সালেহা, মেয়ে অন্তরা মাহমুদ আর সেই হিন্দু ছেলেটা । সহসাই মুখ থেকে বেড়িয়ে যায়;

- সালেহা, তুমি অন্তরাকে বলো না , ছেলেটা যেনো মুসলমান হয়ে অন্তরাকে বিয়ে করে ।

- কমরেড সেলিম মাহমুদের মুখে কি চমৎকার প্রগতিশীল কথা !

সালেহার খোঁচা হজম করে নেয় সেলিম মাহমুদ । তার পরেও বলে,

- অন্তত পার্টিতে তবুও মুখ রক্ষা করা যাবে নিদেন পক্ষে ।

- তোমাদের কমিউনিষ্টরা কি মুসলমানের সংখ্যা বাড়ানোর আন্দোলনও করছে আজকাল ?

- আমার পার্টি পজিশনটার কথা ভেবে অন্ততঃ এই টুকু করো সালেহা , প্লিজ ।

সেলিম সাহেবকে বডড অসহায় আর অচেনা লাগে সালেহার । তার একদা ভালবাসার সেই সেলিম মাহমুদের সাথে তাবলিগ জামাতের ছেলেগুলোর মুখ একাকার হয়ে মিশে যায় । টগবগে উচ্ছল প্রগতিশীল সেলিম মাহমুদ কোথায় যেনো হারিয়ে যায় এক নিমিষেই । তবু বাস্তবকে নিজের ভেতর আত্মস্থ করে সালেহা বলে,

- তোমার মনে হয় রাজনীতি টা ছেড়ে দেয়ার সময় হয়ে গেছে সেলিম । তা না হলে অন্ততঃ আমি পারবো না আত্ম-প্রবঞ্চক কোন মানুষের সাথে এক ছাদের নীচে বাস করতে ।

- এর সাথে একত্রে বসবাস কিংবা রাজনীতি ছাড়ার সম্পর্ক কোথায় ?

- সম্পর্ক আছে, খুবই গভীর সে সম্পর্ক। তোমার সামনে দু'টো পথ খোলা আছে সেলিম । যে কোন একটা তুমি বেছে নাও আমার কোন আপত্তি থাকবে না । প্রথম পথ নীতি বিশ্বাসের পথে দৃঢ় থাকা, তাতে সালেহার মাথা গর্বে উঁচু হয়ে থাকবে । আর দ্বিতীয় পথ কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে সরে দাঁড়িয়ে ধর্মের পথে চলে যাওয়া, সালেহা দুঃখ পাবে । কিন্তু নিজের নিয়তিকে অভিসম্পাত দিয়ে তোমার সাথেই থাকবো ।

সেলিম মাহমুদ এ এক অন্য সালেহাকে আজ দেখছে যেনো। কোথায় পেলো এ দৃঢ়তা সালেহা ? চিরকালের সেই ভীতু টাইপের মেয়েটা - যে সারা জীবন বই আর সংগীত ছাড়া আর কোনো খবরই রাখতো না। সে কোথায় পেলো এই মনোবল, এই সাহস, আর গুছিয়ে কথা বলার এই চমৎকার ষ্টাইল। সেলিম মাহমুদ সালেহার এই যুক্তি আর বাগ্মীতাকে তো আগে কখনো দেখে নি। সব কিছুর কাছে যেনো হার মেনে নিতে হচ্ছে আজ কাল।

- সালেহা তোমার কাছে মনে হয় হারই মানতে হচ্ছে আজ আমার।
- না সেলিম, এটা হার -জিতের কোনো ব্যাপার নয়। এটা নিজের ভেতরের মনুষ্যত্বকে আবার পরীক্ষা করার বিষয়। আমরা কেমন অন্য মানুষ হয়ে যাই নিমিষেই যখন দেখি আমাদের নীতি আদর্শগুলো আঘাত করছে আমাদেরই ঘুনে ধরা সামন্ততান্ত্রিক অহংকারের দেয়ালে। আজকে আমাদের মেয়ে অন্তরা ভালবেসে বিয়ে করছে কোনো হিন্দু ছেলেকে। কিন্তু আমাদেরই কোন ছেলে কোন হিন্দু মেয়েকে মুসলমান বানিয়ে যখন ঘরে তুলে আনতো আমরা কেমন সানন্দে গ্রহণ করে নিতাম তাকে। কিন্তু এক জন মানুষ হিসেবে, এক জন প্রগতিশীল মুক্তবুদ্ধির মানুষ হিসেবে এই দু'য়ের মধ্যে কি কোন বিশিষ্টতা আছে? এইটুকু 'র্যাশনাল' তো আমাদের হোতেই হবে সেলিম।

সালেহা ঘরের বন্ধ জানালাটা খুলে দিলো। শরতের ঠান্ডা বাতাস জানালার ফিনে ফিনে পর্দাটাকে উড়িয়ে দিয়ে এক রাশ সজীবতা ছড়িয়ে দিলো সারা ঘরময়। গলির ওপাশ থেকে শারদীয় পূজোর ঢাকের সেই চিরচেনা শব্দ ঘরের নিরবতার সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেলো সহসাই। ও ঘর থেকে টেলিফোনের আওয়াজে সালেহা দৌড়ে গিয়ে রিসিভারটা উঠালো। ওপাশ থেকে সৌম শান্ত গলার আওয়াজ-

- মাসিমা, আমি প্রদীপ্ত বলছি, অন্তরাকে একটু দেয়া যাবে।
সালেহা সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলো,
- একটু দাঁড়াও বাবা, আমি ডেকে দিচ্ছি।

॥ অক্টোবর ০৪, ২০০৮ ॥